রেজিষ্টার নং ৩৫ | Registered No. 35 | রেজিষ্টার নং৩৫

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৩৸৹, ডাক মাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ২৷৴৹, ডাক মাশুল ।৴৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৴৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹আনা।

৭ম ভাগ। কলিকাতাঃ— ২৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১৩ই আগষ্ট ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। ২৭ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

মালবৈদ্যেরমতে

সর্পাঘাত চিকিৎসা।

তৃতীয় সংস্করণ।

মূল্য ।৴৹ আনা, ডাক মাশুল ৴৹ আনা। কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা আফিস ও কলেজষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। নগদ মূল্য পাইলে পুস্তক বিক্রেতা দিগকে শত করা ২০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া যায়।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাসুল ৵৹ আনা কলিকাতা ষ্টানহোপ প্রেস ও পটলডাঙ্গায় সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা—শে)

সহর কলিকাতার শ্যাম বাজার ষ্ট্রীটের মৃত হিন্দু জমিদার মৃত রাধা রমণ বিশ্বাসের মৃত্যু উইল সম্বন্ধীয় প্রোবেট বঙ্গ দেশান্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়মস্থিত হাইকোর্ট বিচারালয় কর্ত্তৃক তাঁহার দত্তক গৃহীতা মাতা উপরিউক্ত শ্যাম বাজার ষ্ট্রীটের শ্রীমতী রাজ কুমারী দাসীকে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত উইল কারীর সম্পত্তির বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তির কোন প্রকারের কিছু পাওনা থাকে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহাদের সেই সেই পাওনার বিষয় উপরিউক্ত শ্রীমতী রাজ কুমারী দাসীকে জানান। সেই রূপে উক্ত সম্পত্তিতে যাঁহারা ঋণী আছেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহাদের স্ব স্ব দেয় টাকা উক্ত শ্রীমতী রাজ কুমারী দাসীকে দেন।

কলিকাতা। } ডবলিউ, এফ্, গিলেণ্ডারস

৩০ এ জুলাই, ১৮৭৪ } প্রকটার।

(১)

আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মুল্য ।৵৹ ছয় আনা। ডাকমাশুল /৹ এক আনা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে, পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর হরিপুর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিশ্বাসের নিকট এবং বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু হরি কুমার রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোঁথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ একেকালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৹ টাকামায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷৹ টাকা মায় ডাকমাশুল।

৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারি লাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে।

পত্তনী দিবার

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে আমাদিগের পৈতৃক সত্ব দখলীয় জমিদারী ও তালুকাত কামরাপুর, নুরুল্লাপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি সমুদায় সম্পত্তি একত্রে কি টুকরা২ পত্তনী দেওয়া অবধারিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ স্বয়ং কি প্রতিনিধি দ্বারা আগামী শারদীয় দুর্গোৎসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদিগের নিম্নস্থ ঢাকার সদর কাছারিতে উপস্থিত হইয়া বাবু রাজগোবিন্দ সরকার নায়েবের নিকট প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। পত্তনী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নায়েবের নিকট জানিতে পারিবেন।

ঢাকা বাবুর বাজার নিজ হাবেলী ১৫ই শ্রাবণ। ১২৮১ } শ্রীকানাইয়া লাল রায়। শ্রীকিশোরী লাল রায়। শ্রীযশোদা লাল রায়।

THE UNIVERSAL MEDICAL HALL.

N. C. PAUL AND CO'S MOST WONDERFUL PILLS. !

A Specific for chronic and malarious fevers, enlarged spleen and liver.

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা !!

পুরাতন ও ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রামক জ্বরের এবং প্লীহা ও যকৃত রোগের মহাঔষধ।

এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত রোগাদির যে সকল ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকে সেবন করিয়া প্রথমে আরোগ্য লাভ করেন পরে অল্প কালের মধ্যে পুনর্ব্বার পীড়িত হইতে প্রায় সর্ব্বদা দেখা যায়। এক প্রকারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ সকল ঔষধ দ্বারা রোগ কেবল স্থগিত থাকে মাত্র, এক বারে রোগ বিনাশ হয় না। কারণ যে পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া বিষ শরীর হইতে নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই নিমিত্ত আমরা বহুতর বহুদর্শী ও সুবিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য নামক রৌপ্যাবৃত বটিকা প্রকাশ করিতেছি। ক্রমাগত গত চারি বৎসরাবধি নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই মহৌষধ সেবনে সহস্র সহস্র উল্লেখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসায় বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালা চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই বটিকা সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা শরীর হইতে কুইনাইনের ও ম্যালেরিয়ার বিষ নির্গত করিবার এক প্রকার [illegible] ঔষধ বলিলে বলা [illegible] প্রতি [illegible] য় ৩০টা বটিকা আছে এবং উহা সেবনাদির নিয়মাবলি উহার সহিত আছে।

প্রতি কৌটার মূল্য ১৷৹ টাকা ডাক মাশুল ৵৹ আনা। এই মাশুলে ২টা কৌটা অনায়াসে যাইতে পারে। অপর

আমরা বহু দিবসাবধি বিলাত হইতে ইংরাজী ঔষধাদি আনাইয়া অত্র নগরীতে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্রয় ও প্রেরণ করিতেছি। এক্ষণে যে সকল মহোদয় উক্ত ঔষধাদির নিয়ম বিবেচনা করিয়া থাকেন ও সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে যখন যাহা প্রয়োজন হইবেক অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে লিখিলে ও মূল্য প্রেরন করিলে অতি সত্বর প্রেরণ করিব, ও ঔষধের মূল্যের মুদ্রিত তালিকা বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাশুলে পাঠাইব এবং ঔষধাদি ভিন্ন অপরাপর দ্রব্য যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহাও সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিব তাহার কমিশন শত করা ৫ পাঁচ টাকা মাত্র লইব।

এন, শী, পাল এণ্ড কোং

ইউনিভারশেল মেডিকেলহল।

২৮৩। ২৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড

কলিকাতা, শোভাবাজার।

হেম-নলিনী

(বিয়োগান্ত নাটক)

মূল্য ৸৹ বার আনা, ডাক মাশুল ৵৹ আনা। ক্যাংনি লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিন্দু হষ্টেল, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

(৫)

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড। মূলধন ২০০০০ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা, ৩৫০ অংশ বিক্রয় অবশিষ্ট আছে যাহার ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীলাল রায় বি

৫ ই বৈশাখ ১২৮১। মেনেজিং ডিরেক্টর

বান্ধব।

মাসিক পত্র ও সমালোচন। রয়েল ২৪ পৃষ্ঠ কলেবর। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵৹। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ

ঢাকা বান্ধব কার্য্যালয়

WANTED.

An experienced Head Master (a knowledge of Natural Philosophy and Chemistry desirable) [for] the Searsole Higher Class English Sch[ool] salary Rs. 70 per month.

Apply with testimonials

TO

Ramesswar Ma[…]

6. Cullen […]

How[rah]

কলিকাতার দুটী খুন।

দুইটি হত্যা কাণ্ডে কলিকাতায় হুসুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে। একটি প্রকৃত লোম হর্ষণ ব্যাপার এবং যদিও ইহার অনুষ্ঠাতা কে তাহা বিচারে সপ্রমাণ হয় নাই কিন্তু তবু সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে যাহাদিগকে সন্দেহ করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয় তোহাদিগের মধ্যে কোন না কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উহা সংসাধিত হইয়াছে। মৃতা বালিকা দুর্গা মণি কোন কার্য্যোপলক্ষে এক দিন প্রাতে ব্রজনাথ কর্ম্মকারের বাটিতে গমন করে। দুর্গামণির নূতন বিবাহ হইয়াছে এবং বিবাহ উপলক্ষে সে অনেক গুলি গহনা পায়। কামিনী তাহাকে ঐ গহনা গুলি পরিয়া আসিতে বলে এবং সে বাটী গিয়া গহনা পরে ও ঐ গহনা গুলি দেখাইবার নিমিত্ত কামিনীর নিকট গমন করে। সমস্ত দিনের মধ্যে দুর্গামণির আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। অবশেষে পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয় এবং পুলিশ ইনস্পেক্টর ব্রজ কর্ম্মকারের রান্না ঘরের ভিতর দুর্গামণির মৃত দেহ পান। লক্ষ্মী নামক আর এক জন প্রতিবেশী স্ত্রীলোককেও সন্দেহ করা হয় এবং ব্রজ কামার, তাহার স্ত্রী কামিনী ও লক্ষ্মী, দুর্গামণিকে গলা চাপিয়া বধ করিয়াছে এরূপ সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদিগকে বিচারার্থে সেসনে প্রেরণ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের উকীল বলেন যে লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই, অতএব তাহাকে খালাস দিয়া মহারাণীর সাক্ষী করা হউক। তদনুসারে লক্ষ্মী খালাস পায় এবং ব্রজ কামার ও তাহার স্ত্রী খুন করিয়াছে এই কথা হলফান এজাহার দেয়। আসামীরা কোন উকীল নিযুক্ত করে না, কিন্তু আলেন সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের পক্ষ সমর্থন করেন। এক লক্ষ্মী ভিন্ন কামার ও কামারণীর বিরুদ্ধে অন্য কোন সাক্ষী ছিল না। তাহাদের গৃহের ভিতর লাশ পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে তাহারা হত্যাকারী এ কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ লক্ষ্মী সাক্ষ্য দিতে এত গোলমেলে কথা বলে যে জজের পর্য্যন্ত সন্দেহ হয় যে কামার ও কামারণী প্রকৃত দোষী কি না। তিনি জুরিদিগকে বলেন যে কোন ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলার পূর্ব্বে পরিষ্কার ও সাক্ষাৎ প্রমাণ আবশ্যক অতএব আসামিগণ প্রকৃত দোষী কি না তাহা তাহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। জুরিরা উঠিয়া গিয়া প্রায় পনর মিনিট পর্য্যন্ত আপনাদিগের মধ্যে তর্ক বিতর্ক করিয়া এই রূপ রায় প্রকাশ করেন যে আসামীগণ নির্দ্দোষী।

ব্রজ কামার ও তাহার স্ত্রী নিষ্কৃতি পাওয়ায় অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন। তাহারা প্রকৃত দোষী হইলে দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু মনুষ্য জীবন খেলনার সামগ্রী নয়। কত সময় কত ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে শত ২ অবস্থা ঘটিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা নিজে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং হয় ত তাহার প্রাণ দণ্ডও করা হইয়াছে, কিন্তু শেষে প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে এবং যাহারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড দিয়াছেন তাহারা চির কাল অসুখে জীবন কাটাইয়াছেন। হতে পারে যে কামারণী হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বামী কেন দণ্ড পায়। স্ত্রীর স্বামী নির্দ্দোষী, সুতরাং স্ত্রীর পাপে পার লক্ষ্মী দ্বারা এই কাণ্ড হইয়াছে এবং সে কোন গতিকে কামার ও কামারণীকে ইহাতে সংলিপ্ত করিয়াছে সুতরাং আসামীগণ দোষী সাব্যস্ত হইলে হয় ত প্রকৃত হত্যাকারী অব্যাহতি পাইত। কে জানে যে ইহাদিগের কেহই হত্যা করে নাই, কতক গুলি কুচক্রী লোক এই কাণ্ড করিয়া ইহাদিগের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়াছে? আমরা 'মধ্যস্থ' হইতে একটী প্রকৃত ঘটনার বিবরণ স্থানান্তরে তুলিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন অবস্থা ঘটিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে এক জন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হয় এবং কি রূপ সে পরে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়। বর্ত্তমান মকর্দ্দমায় যে জুরিরা আসামীগণকে খালাস দিয়াছেন ইহাতে তাহাদের বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইংরাজী আইনের গৌরবও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে আইনের মর্ম্ম এই যে শত দোষী ব্যক্তি খালাস পায় সেও শ্রেয় তবু যেন এক জন নির্দ্দোষী ব্যক্তি শাস্তি না পায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য।

অপর হত্যাটি গত ৪ঠা আগষ্ট ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সংঘটিত হইয়াছে। হত ব্যক্তি এক জন ফিরিঙ্গি যুবক। ইহার নাম সারকিস। হত্যা কে করিয়াছে তাহা এখনো ঠিক হয় নাই, তবে ফরেণ আফিশের প্যারী চরণ বসু নামক এক জন ক্লার্ক কে হত্যাকারী সন্দেহ করিয়া ধৃত করা হইয়াছে। ওয়ালেস গডফ্রে নামক এক জন ফিরিঙ্গি এই রূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন:—

৪ঠা আগষ্টের সন্ধ্যার সময় মৃত সারকিস ও আসামী প্যারিকে আমি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দেখিয়াছিলাম। আসামী সারকিসকে বলে "মহাশয়, আপনার কাপড় অত্যন্ত ময়লা।" সারকিস তাহার উত্তর দেয় "তাতে তোর কি? তোকে আচ্ছা এক লাথি মারিতে আমার ইচ্ছা করিতেছে।" আসামী এই কথা শুনিয়া চলিয়া যায়। হফ নামক আর একটি ফিরিঙ্গি বালক এই সময় উপস্থিত হয়। সারকিস আসামীকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলে "হফ ও বেটা আমার কাপড় ময়লা বলে।" আসামী এই কথা শুনিয়া সারকিসের নিকট ফিরিয়া আসে এবং তাহাকে বলে তিনি এই কথায় তাহার উপর এত বিরক্ত হইয়াছেন কেন? সারকিস ইহাতে আসামীকে শূওর ও অন্যান্য কুবাক্য দ্বারা গালি দিতে থাকে এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ায়ের বাহিরে তাহাকে যাইতে বলে। আসামী কিছু না বলিয়া নিকটস্থ এক জন পিয়ারা বিক্রেতার নিকট হইতে পিয়ারা কিনিতে থাকে। সারকিস একটু দূরে গিয়া প্রস্রাব করিতে থাকে। আসামী সারকিসের দিকে তাকায় এবং সারকিস্ বলে "তুই কি দেখিস্? তুই কি ইহা কখন দেখিস নাই?" আসামী বলে "তোমার মত খৃষ্টান আমি ঢের দেখিয়াছি, আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না।" সারকিস্ এই কথা শুনিয়া আসামীর দিকে এক খানি বাঁশ হাতে করিয়া দৌড়িয়া আসে এবং আসামী বলে "এস আমি তোমার সহিত লড়াই করিব।" আসামী সারকিসের বাঁশ ধরে এবং সারকিস তাহাকে এক ঘুসি মারে। তৎপর আসামী এক খানি ইরেজার পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার বাম হস্তে আঘাত করে। সারকিস আবার ঘুসি মারে। আসামী তৎপর সারকিসের দক্ষিণ হস্তে আঘাত করে। সারকিস পুনরায় ঘুসি মারিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিতেছে এমন সময় আসামী তাহার গলায় এক আঘাত করে। সারকিসের শরীর রক্তময় দেখিয়া আসামী দৌড় মারে। সারকিস্ ফিরিয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং বলিল "গডফ্রে ছোটলোকের মত ব্যবহার করিও না, ঐ ব্যক্তিকে ধর।" আমি আসামীর পশ্চাৎ ২ দৌড়িতে লাগিলাম, কিন্তু শাঁকারীটোলার মোড়ে গিয়া তাহার কোন অনুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসি এবং সারকিসের নিকট পৌঁছিয়া দেখি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আসামীর পরিধান প্যাণ্টুলন ও গাত্রে কাল চাপকান ও পায়ে ইংলিশ বুট ছিল। আমি পুলিশ ইনস্পেক্টরের নিকট এই কথা বলি। শেষে তাহার সহিত আমি শাঁকারীটোলায় গমন করি এবং সেখানে কিছু অনুসন্ধান পাইয়া আসামীর বাটি উপস্থিত হই। আসামীকে দেখিয়াই আমি বলি যে এই ব্যক্তি খুন করিয়াছে।

তারক নাথ পালিত নামক হাইকোর্টের এক জন উকীল বলেন যে তিনি আসামীর সহিত মৃত ব্যক্তির ঝকড়া করিতে শুনেন। তারক বাবুকে কেহ ডাকে নাই খোঁজে নাই, তিনি আপনি আসিয়া এই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

শাঁকারী টোলার এক জন দোকানদারও বলে যে গডফ্রেকে সে আসামীর পশ্চাৎ ২ দৌড়িতে দেখে।

করোণার এবং জুরী এই সাক্ষ্য লইয়া এইরূপ মতব্যক্ত করিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তি প্যারী চরণ বসু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে তবে তিনি জ্ঞানকৃত বধ করেন নাই। অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছেন মাত্র।

প্যারী চরণ প্রকৃত হত্যা করিয়াছে কি না এবং যদি করিয়া থাকে তবে কি শাস্তি পাইবার যোগ্য ইহার বিচার সত্বর হইবে। এ সম্বন্ধে এখন আমাদের কোন বক্তব্য নাই। তবে প্যারীর কতক গুলি মহৎ গুণের কথা শুনিয়া আমরা তাঁহার অবস্থাদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তিনি যেখানে কাজ করেন সেখানকার প্রধান প্রধান সাহেবেরা তাহার সাধু চরিত্র ও স্বাধীন ভাবের জন্য তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন। এমন কি আমরা শুনিলাম যে তিনি যাহাতে নিষ্কৃতি পান তজ্জন্য ইহাদের কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। প্যারী অদ্যাবধি বিবাহ করেন নাই। তাহাকে বিবাহের কথা বলিলে তিনি বলিয়া থাকেন যে 'স্বদেশের ও পরের উপকারের জন্যে আমার জীবন ব্রতী করিয়াছি, আমি বিবাহ করিলে এ ব্রত রক্ষা করিতে পারিব না।" কাহার কোন পীড়া হইয়াছে কি কেহ কোন রূপ বিপদে পড়িয়াছে শুনিবা মাত্র প্যারী তথায় উপস্থিত। লোকের উপকার ও লোক বাধ্য করা প্যারীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইচ্ছা মত তিনি কাহারো নিকট বাধ্য হইতে চাহেন না। মুটে মুজুর পর্য্যন্ত তাহার গুণে বাধ্য। আমরা অতি বিশ্বস্থ সূত্রে শুনিলাম যে শাঁকারি টোলার অনেকে তাহার অব্যাহতির নিমিত্ত হরির লুট মানিয়াছে। যে ব্যক্তি এরূপ সাধারণের প্রিয় তাহার দুর্দ্দশা দেখিলে স্বাভাবিক সকলের মনে কষ্ট উদয় হয়। প্যারীর বাড়ী শ্রীহট্টে। ইহার পিতা আছেন, কিন্তু তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক নন। প্যারীর পক্ষ যাহাতে উত্তমরূপে সমর্থিত হয় এই নিমিত্ত তাহার বন্ধুবর্গ একটি চাঁদা তুলিতেছেন। প্যারী প্রকৃত দোষী হইলেও যে রূপ ঘটনা স্রোতে পড়িয়া সে দোষ করিয়াছে তাহাতে সে সম্পূর্ণ করুণার ভাজন, অতএব দানশীল দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যক্তিগণ ইহার নিমিত্ত কিছু ২ চাঁদা দিলে প্রকৃত একটি সৎকার্য্য করিবেন। যাহারা ইহাকে সাহায্য করিতে বাসনা করেন তাহারা আমাদিগের নিকট টাকা প্রেরণ করিলে আমরা উহা যথা স্থানে পাঠাইয়া দিব।

ফাইনান্স কমিটির ফল।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের সমস্ত কার্য্যই আড়ম্বর সার। ভারতবর্ষের দুঃখ নিবারণার্থে এযাবৎ ইংরাজ মহোদয়েরা কত ঘোষণা প্রচার, কত সভা স্থাপন, কত বক্তৃতা পাঠ করিলেন, কত

জনে ভারতের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রু পাত করিলেন, কত জনে আত্ম জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন. কিন্তু প্রভাতের মেঘের ন্যায় ইহারা আমাদের প্রভুত আশার উদয় করিয়া দিয়া অবশেষে আমাদিগকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন অন্ধ কুপে নিঃক্ষেপ করিলেন। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত ছিল তখন নানা বিধ অত্যাচার দ্বারা দেশ ছার খার যাইবার উপক্রম হয়। হেষ্টিংসের অত্যাচার আজিও পর্য্যন্ত লোক ভুলিতে পারে নাই। রম্বোলটও কম অত্যাচারী ছিলেন না। ইহাদের দুর্ব্ব্যবহারে ইংলণ্ডের লোক পর্য্যন্ত চটিয়া যান এবং ইহাদের উভয়েরই পারলিয়ামেণ্টে বিচার হয়। অবশেষে ড্যালহাউসী আসিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন। তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন বটে, কিন্তু দেশে বিদ্রোহাগ্নিও জ্বালিয়া দিলেন। যদি অযোধ্যার রাজা তাহা কর্ত্তৃক অন্যায় পূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত না হইতেন এবং অন্যান্য রাজগণকে তাঁহার কঠোর শাসন সহ্য করিতে না হইত তাহা হইলে সম্ভবত ১৮৫৭ সালের সিপাহি যুদ্ধ উপস্থিত হইত না এবং বিদ্রোহ অবসান হইলে ইংরেজেরা এ দেশীয়দিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন তাহা দ্বারা হয় ত তাহাদের চরিত্র চির কলঙ্কিত করিতে হইত না। যাহাই হউক বিদ্রোহের পর হইতে মহারাণী স্বয়ং ভারতরাজ্য গ্রহণ করিলেন। মহারাণী এই রূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন যে জাতি ও বর্ণ বিচার না করিয়া তিনি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন। এই ঘোষণা পত্র দ্বারা লোকে আশ্বাসিত হইল এবং মনে ভাবিল যে তাহাদের সকল দুঃখ দূর হইল। এ যাবৎ ভারতবর্ষ দশ জনের সামগ্রী ছিল, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, এক্ষণ দয়াশীলা করুণ হৃদয়া মহারাণী বিকটরিয়া ইহার ভার লইলেন, এখন আর কোন কষ্ট থাকিবে না। কিন্তু এ ঘোষণা প্রচার যে আড়ম্বর মাত্র তাহা কিছু দিন পরেই প্রকাশ পাইল। পূর্ব্বে যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও অত্যাচার এক্ষণও তাহাই। তবে লোকের এখন আর একটী গুরুতর কষ্ট বাড়িল। পূর্ব্বে বড় বড় লোকদিগের প্রতি যে অত্যাচারই হউক, সাধারণ লোকে কর পীড়িত ছিল না। ফৌজদারী কি দেওয়ানী আইনের কুটিলতা ও জটিলতার দরুনও তাহাদের কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু এ দিকে যেমন করের বোঝা তাহাদের মস্তকে চাপাইয়া দেওয়া হইল, ও দিকে আইন বর্ষণ করিয়া রাজ পুরুষগণ দেশে হুল স্থুল বাধাইয়া দিলেন। লোকে ব্যতিব্যস্ত হইল, অস্থির হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে কোম্পানির গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ডাইরেক্টরগণ পর্য্যাবেক্ষণ করিতেন এবং ডাইরেক্টর গণ তাহাদের কার্য্যের নিমিত্ত পারলিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন, সুতরাং কোম্পানির গবর্ণমেণ্ট হাজারি অত্যাচার করুন তাহাদের ভয়ে ২ কাজ করিতে হইত। কিন্তু মহারাণীর গবর্ণমেণ্ট আর কাহার নিকট দায়ী নন, সুতরাং তাহারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারীতার সঙ্গে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে করের উপর কর বসান হইতে লাগিল, আবার ও দিকে ঋণ করা হইতে লাগিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আয় দেড় গুণ বৃদ্ধি হইল, কিন্তু আবার সেই পরিমাণে ঋণ বৃদ্ধি হইল। এরূপ অর্থের শ্রাদ্ধ কোন দেশে কোন গবর্ণমেণ্টের অধীনে হয় নাই। দেশের লোক ক্রমেই বিরক্ত হইতে লাগিল এবং

র্য্যন্ত অসন্তোষের বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে কতক গুলি সদাশয় ইংরেজের উত্তেজনায় ভারতের দুরবস্থা পারলিয়ামেণ্টে প্রবেশ করে এবং উহার দুঃখ রাশী অবগত হইবার নিমিত্ত এ দেশে একটি রয়াল কমিসন বসাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ভারতের মিত্র অপেক্ষা শত্রু প্রবল, সুতরাং রয়াল কমিসনের পরিবর্ত্তে বিলাতে ফাইনান্স কমিটি বসিল। ভারতবর্ষে প্রকৃত টাকা অপব্যয় হয় কি না এই সম্বন্ধে এখানে বিচার হয়। অনেক প্রধান লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল এবং মহাত্মা ফসেট সাহেবের কূট প্রশ্নে সকলেরই মুখ হইতেই এই বাক্য নিঃসৃত হইল যে ভারতবর্ষ আর কর ভার বহন করিতে পারে না এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদৃচ্ছাচারে অর্থ ব্যয় করেন। ইহাও প্রমাণীকৃত হইল যে ইংলণ্ড কোন২ ভার অন্যায় পূর্ব্বক ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ন্যূন কল্পে শেষোক্ত বিষয়টিও কমিটি দ্বারা সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু কমিটি এত আড়ম্বর করিয়া, এত সাক্ষ্য সাবুদ লইয়া শেষে কি সাব্যস্ত করিলেন? তাহাদের সিদ্ধান্ত এই হইল যে, ভারতবর্ষ ইংরাজ সাম্রাজ্যের এক অংশ, সুতরাং ইংলণ্ডের ব্যয়ের কোন ২ অংশ ভারতবর্ষের বহন করা কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত কি এত আড়ম্বর করিয়া কমিটি বসান হয়? কি ভণ্ডতা! ভারতবর্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যের এক অংশ বটে, কিন্তু লাভের বেলা ইংলণ্ড এই সম্পর্ক পাতাইতে আসেন। ভারতবর্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যের এক অংশ, তবে ভারতবর্ষীয়দিগকে পারলিয়ামেণ্টে গ্রহণ করা হয় না কেন?। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডিয়া প্রভৃতি উপনিবেশ সকলও ত ইংরেজ সাম্রাজ্যের অংশ, কিন্তু তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় ভারতবর্ষের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা হয় না কেন? উপনিবেশ সকলে পারলিয়ামেণ্ট আছে কিন্তু আমরা এখান হইতে বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহিলেও তাহাতে ইংরেজেরা আপত্তি করিয়া বসেন। উপনিবেশ সকল ইংলণ্ডের ব্যয় ভার বহন করা দূরে থাক্ বরং ইংলণ্ড নিজ ব্যয়ে উপনিবেশ সকলে সৈন্য রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে কোন রূপ সাহায্য করা দূরে থাকুক ইংলণ্ড বৎসর বৎসর এখান হইতে ১৬ ষোল কোটী টাকা লইয়া যাইতেছেন এবং বাণিজ্য দ্বারা ও প্রধান প্রধান কর্ম্ম গুলি এক চাটিয়া করিয়া লক্ষ লক্ষ পরিবার উচ্ছিন্ন দিয়াছেন। ইংলণ্ড আমাদের প্রতি অত্যাচার করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, ভারতবর্ষ যখন পর হস্তে গিয়াছে তখন ইহার চিরকাল অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ইংরেজেরা আমাদের প্রতি অন্যায় করিবেন অথচ তাহা স্বীকার করিবেন না, ইহা সহ্য করা যায় না।

ঢাকায় গবর্ণর জেনেরলের আগমন।

ঢাকা হইতে আমাদের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন:—

২১ এ শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্ণ ৪র্থ ঘটিকার সময় লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হয়েন। ৫॥ টার সময় বাষ্পীয় পোত হইতে নৌসেতু দ্বারা সদর ঘাটে অবতীর্ণ হয়েন। তথায় গবর্ণরজেনেরলের অভ্যর্থনা সভার সেক্রেটারী র‍্যামপেনী সাহেব এক খানী সম্ভাষণ পত্র পাঠ করিলে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তদুত্তরে এই বলেন যে "আমিই প্রথম ঢাকায় উপস্থিত

ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, এই জন্য আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি।" তদনন্তর চতুরশ্ববাহী শকটে আরোহণ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। তদীয় গমন পথের উভয় পার্শ্বে লোকারণ্য হইয়াছিল। উভয় দিকেই প্রতি দ্বাদশ ফুট অন্তর এক এক জন বন্দুকধারী পুলিসমেন দণ্ডায়মান ছিল। এত জনতা সত্বেও নগর নিস্তব্ধবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর অনবরত উষ্ণীষ অবরোহণ পূর্ব্বক কৃতাভিবাদন প্রজাদিগের প্রণতি পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীন বিনয়, নম্র ব্যবহার ও প্রসন্ন মধুরাকৃতি দর্শন করিয়া সকলেই আশাতীত সন্তোষ লাভ করিতে লাগিল। তিনি ক্রমে মিটফোর্ড হস্পিটল ও পাগলাগারদ পরিদর্শন করিয়া পুরাণ পল্টন নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় হাতির মিছিল সাজান ছিল দেখিয়া নিরতিশয় পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে রাত্রি ৮টার সময় তথা হইতে বাষ্পীয় পোতাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে উভয় পার্শ্বে সৌধাবলী আলোক মালায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। নগরী যেন লক্ষ লক্ষ দীপরূপ চক্ষু দ্বারা রাজ প্রতিনিধিকে সন্দর্শন করিতেছে, বোধ হইল। তিনি কলেজ বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে কলেজের প্রায় ৫।৬ শত ছাত্র সমস্বরে জয়ধ্বনি ও এক তালে করতালি ধ্বনি করিতে লাগিল। উদারচেতা নর্থব্রুক ইহাতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর শকটারোহণে নদী তীরে উপস্থিত হইয়া জাহাজে গমন করিলেন। তৎকালে নদী তীর আলোক মালায় দীপ্তিমান হইয়াছিল। রাত্রি যেন রাজ প্রতিনিধির ভয়ে পলাইয়া নদী গর্ভে আশ্রয় লইয়াছিল। ফলত সে দিন চন্দ্রমা উদিত না হইয়াও নগরীকে জ্যোৎস্না ধবলিত করিয়াছিল।

পর দিন অর্থাৎ ২২ এ শ্রাবণ প্রাতঃকালে, পূর্ব্ববৎ নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি পিলখানা দর্শন করেন। ১২ টার সময় প্রথমতঃ কলেজে পদার্পণ করেন। তথায় প্রত্যেক শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া পোগোস স্কুলে যান। তথা হইতে ক্রমান্বয়ে মাদ্রাসা, কালেকটরী, নর্ম্মালস্কুল, বালিকা স্কুল ও জগন্নাথ স্কুল দর্শন করেন। কলেজ ও কলিজিএট স্কুলে ১০০ টাকা নর্ম্মাল স্কুলে ২টী মেডেল এবং পোগোস স্কুলেও কিছু পুরস্কার দিবেন বলিয়া যান।

৪টার সময় লেপেটেনেণ্ট গবর্ণরের জাহাজে দরবার আরম্ভ হয়। দরবার স্থলে ত্রিপুরা ও সুসাঙ্গের রাজা, পুর্ব বাঙ্গালার জমিদারগণ ও গেজেটেড আফিসারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে সম্ভাষণ পত্র সকলও গৃহীত হয়। প্রথমতঃ আরমানী সমাজের দ্বিতীয়তঃ মুসলমান সমাজের, তৃতীয়তঃ বিক্রমপুর হিত সাধিনী সভার, চতুর্থতঃ জন সাধারণ সভার সম্ভাষণ পত্র প্রদত্ত হয়। মেঃপোগেস্ আরমানী সমাজের খাজে আসানুল্লা মুসলমান সমাজের বাবু প্রসন্ন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিক্রমপুর হিতসাধিনীর এবং বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দাস জনসাধারণ সভার সম্ভাষণ পত্র পাঠ করেন। বিক্রমপুর এসোসিয়েসন হইতে বাবু অভয় চন্দ্র দাস ও বাবু প্রসন্ন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত এড্রেসে গবর্ণরজেনারেল বাহাদুর যে উত্তর দিয়াছেন উহা নিতান্ত প্রীতিকর।

অতঃপর ৬টার সময় নর্থব্রুক বাহাদুর খাজে সাহেবের জলের কলের ভিত্তি স্থাপন করেন। তথায় লেপটেনাণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ক্রমান্বয়ে দুইটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দুটি বক্তৃতা খাজে সাহেবদিগের বদান্যতার প্রশংসাগর্ভ। খাজে সাহেবেরা সাধারণের নিমিত্ত যেমনই প্রচুর দান করিয়াছেন, এবার তেমনই প্রশংসিত হইলেন সংশয় নাই।

রাত্রিতে গণি মিঞা সাহেবের বাটীতে একটী ভোজ হয়। লর্ড নর্থব্রুক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বিস্তর আগ্নেয় বাজী পোড়ান হইয়াছিল।

পর দিন অর্থাৎ ২৩এ শ্রাবণ প্রাতঃকালে নর্থব্রুক ও লেপেটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এ ত্যাগ করিয়াছেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY 13th *August* 1874.

Today just as we were going to press the High Court Judges delivered their judgment in the celebrated Meares case. Hence the delay in issuing our paper. The Judgment was too long and it is impossible to insert it this week. This Meares case will be an epoch in the history of Indigo planting in Bengal. The decision of Mr. Smith of Jessore has been upheld and so Mr. Meares will have to go to Jail and suffer a rigorous imprisonment of two months for beating a peon! This piece of information will impart a shudder into the hearts of those lawless Europeans in the Muffosil who think that the Bengal ryots have no better privilege than the Carolina slaves of yore. Men like Smith and Phear have done more to establish Her Majesty's rule in India than even Wellesly or Lake.

That charitable, honest. self-made good man Babu Shib Churn Gooho breathed his last, last Sunday surrounded by his numerous family. May his soul rest in peace and happiness.

The *Sadharani* is of opinion that "the *Mirror* has always tried to gain the good graces of Europeans by vilifying his countrymen; he has always staked his life to gain the favor of the Editor of the *Friend of India*; he has wantonly thrown aspersions upon the character of Bengallees; he has, when a Bengallee has lost a case with a European, ridiculed the Bengallee; he has done all these to please the shahebs. And now these shahebs are heartily enjoying the disgrace of the Bramhoes! We distinctly assert that Bramhoism is no limb of the Hindoo Samaj but a diseased tumor or an ulcer upon it. The Keshabites are none of us."

The following reply was given to Parbati Babu who applied for a commisiou in the Native Army:—

Babu Parbuthy Churn Das is informed that his application for a direct commission in the Native Army must be made through and recommended by the Civil Authorities of the District, who, should they think fit, will summit his roll in proper form (copy attached)

2. The roll should shew whether he is desirous of serving in the Cavalry or Infantry branch of the service. If the former he must be shewn to be a rider.

3. At the same time Babu Parbathy Churn Das is informed that even if the Commander-in-Chief permits his name to be registered, which is by no means certain, the chance of his ever receiving a Commission is very small, unless he can get a nomination from an officer commanding a Regiment.

Ast. Adjutant General

Very candid!

The following is from Burdwan:—

I don't think you will deem it improper to publish a few facts, regarding the measures, adopted by Baboo Beeseswar Mallea, Zemindar of Searsole, near Ranigunge, to alleviate the distress of the famine-stricken people within his Zemindaree.

He has established an *unnachattra* in his house where about 525 people receive cooked food, and about 80 are supplied with rice, and other eatables, these latter belong to the better class of society and are not subjected to the ignominy of coming to the *unnachattra*.

Besides the above, a large number of people receive daily assistance in the alms-house (*sudabroto*) where the average expenditure per day is 50 Rs.

The Baboo commenced his operations on the 9th Bysak last, and from the 9th Ashar took up the Government food relief depot established at Raneegunge into his own hands, where about 200 people received uncooked rice daily.

The Baboo has mereover employed about 500 men in excavating tanks, raising bunds &c. which involves an outlay of Rs. 62 per day.

The cost of the *unnachattra* is Rs. 22 nearly daily. The expenses incurred by the Baboo at this rate are Rs. 4000 nearly a month.

It is a matter of surprise, that notwithstanding that these matters have been brought to the notice of the Collector of Burdwan, he has not as yet brought the liberal and exemplary conduct of this gentleman to the notice of Government. It is but fair that Government should reward such prominent acts of charity by the bestowal of due honors.

The sad accident near Wellington square by which a young man has lost his life, and ... is in danger of his liberty has excited ...eeling to a very wide extent. We have ... it was a mere accident for it was not ...ore that brought the two young men near one another, and that begining with idle conversation it led them to a scuffle which had an effect so unusual in scufles of this sort. The life that is gone is beyond human power to retrieve, but the happiness and prospects of the other young man are in danger, and there is a widespread anxiety in the minds of the people both natives and Europeans as to what course may justice take in this matter.

No one can say that Peary Churn is absolutely innocent if he be the party who hurt Sarkies, and which is yet to be proved, but it is clear that for sometime he bore with great equinamity the repeated insults of Sarkies. Then he was struck and repeatedly and then only in pure defence he struck Sarkies. Moreover those who frequented the Maidan very well know that Sarkies was not at all a very agreeable fellow but very impertinent and quarrelsome. Altogether Peary has a sweet innocent face, and taking all these circumstances together, even Englishmen have been impelled to sympathise with the unfortunate prisoner. We dare say justice will be done to him, but the case must be properly defended and to do that, some money is necessary.

By the bye it is amusing to read the evidence of the Police Surgeon who for the first time has discovered that the radial artery is at the arm pit! We have all along entertained the notion that that artery extended from near the elbow to the palm of the hand. The worthy adept has moreover described the wounds of the neck wrist and arm pit as 1st, 2nd and 3rd respectively. This arrangement had evidently no reference to the order of succession of the infliction of the wounds. For as it appears in the evidence of Godfrey the wound at the wrist was inflicted first that on the armpit next and the one near windpipe the last. Neither has Dr. Woodford based his classification on the relative superposition of the wounds in the body; for in that case the wound at the wrist could not have come between those of the neck and armpit. The evidence of Dr. Woodford in the case of Doorga Monee, the girl victim was no less edifying. He found the body very much decomposed with softened brain, peeling of outer skin and so forth, but yet he did not fail to recognise congestion in the lungs which must have escaped the effect of general putrifaction to enable him to detect the congestion in the lungs. The doctor, it appears, is too long in India to recollect what he studied in his youth in England.

The *Hindoo Patriot* expresses regret that the lakhirajdars should escape from the clutches of the Roadcess Deputy Collectors. He says that it is very unjust that those who pay revenue to Government should be first brought under assessment while those who do not pay any revenue should escape. It may or may not be unjust, but if the lakhirajdars escape the *Patriot* has no reason to be mortified. Does our contemporary know who these lakherajdars are? They are the middleclass men, the pith and marrow of Bengal, the Mookerjeas and Mittras, Ghoses and Banerjeas. We are really thunderstruck, we really do not know what to think of it. If any foolish fellow had given vent to such sentiments, we would have simply thought him a foolish fellow, but they come from the leading native journal. Indeed our contemporary so very shrewed and intelligent always, talks incoherently whenever he meddles with the subject of the Road cess. When the Duke of Argyll ruled that all who possessed any interest in land should pay the cess, our contemporary announced with great glee that the British Indian Association had triumphed. We shall explain what this triumph was. It was never the intention of Government to levy a cess from the ryots, and they simply demanded a cess from the Zemindars. The Zemindars refused to give it on the ground that their estates were permanently settled and if a cess was levied *it ought to be levied from all who have any interest in land.* This unpatriotic and impolitic request was the cause of incalculable mischief to Bengal. The Zemindars were clamorous, the ryots were dumb; the Zemindars agreed to pay the cess along with the ryots, but not alone, so Government got more than it ever expected to get. They never expected any thing from the ryots but now the Zemindars offered their tenants to be taxed by Government, and they readily, with the greatest pleasure agreed to the proposal of the Zemindars. Thus the Zemindars, though they could not escape from the imposition, had this consolation that they alone were not sufferers. It was thus that the Zemindars brought untold sufferings upon the people of Bengal and the *Patriot* announced this success of the Zemindars as a triumph of the British India Association. If this be a triumph of the Association, the sooner the Association perishes the better. The thing is, the roadcess in its present shape has been brought about by the members of the British Indian Association, who thoughtlessly penned that fatal memorial. Is it not a matter of sincere gratification to us that the lakhirajdars have as yet escaped? If these men are brought round it will not help the Zemindars but only injure the lakhirajdars. That these men have hitherto escaped is not owing to the negligence or generosity on the part of Government. Now that the value of land has increased, a ceaseless struggle is going on between the lakhirajdars and the Zemindars. It is not within the power of cess Deputies to decide which is lakhiraj land and which is not. But for whatever reason the lakhirajdars escaped, the escape ought to be a matter of congratulation to us, and not of sorrow.

The *Bombay Gazette* has been experimenting upon the feelings of the natives of Bombay. He evidently all along doubted whether the Bombayites had human feelings—feelings which could be hurt in any way. This innocent experiment of the Editor has produced unexpected results. Mr. Pandit brought a case against a Railway Company and lost it, and upon this the *Bombay Gazette* took to vilifying the natives in intemperate language. Of course there were reprisals and the *Gazette* found that it was not at all pleasant to disturb a nest of hornets. But then appeared the following horrible letter in the Gazette, which literally chilled our blood when we perused it. The letter should have not been published, but we see it has been copied almost by all the Dailies. Here is the production:—

To the stupid Editor of the late Police Gazette but which from money-motives changed sides and has become now an anti-Police Gazette.

Thou liar, thou thread, thou thimble, thou flea, thou nit, thou winter cricket. I hold thee in such a light regard, that I am ashamed of myself for addressing you—but lest you should be puffed up by supposing that you have won a great victory by the nonsense—for it was nothing else but nonsense—you spit out in thy editorial of to-day. Thou hast shown a plentiful lack of sense—for which much thanks—(fool though thou art, thou hast sense enough to understand what that means)—from myself and all the natives. Though thou art an ass in all other matter—and an ass of the first quaility—thou art always right when prophesying something against the government of the monkeys. Laughest thou because I call thy donkeyship and thy fellow countrymen monkey? but read Darwin if you have sense enough to understand him—and thou shalt find that it is possible for monkeys to get the external form of men. In the internal capacities thy countrymen are no better than monkeys and their face too resembles the face of a monkey. Our divine epic—the Ramayna too—says that the English are descended from our monkey-god ANGADA. Philology strengthens this historical evidence, for your former name ANGALAS is corrupted from Angadas—(meaning descendants of Angada). Thus history, philology, physiology, natural philosophy, all, combine to prove that the English (cursed be the name) are monkeys. Talkest thou of the tottering of the India Empire of the monkeys. Why it is actually tottering. The brave Russians are already whithin two miles of Kashgar (blessed be this advance) and within five days' march from Herat. When they invade India—both Hindoos and Mussulmans are waiting for that blessed day when they shall be able to repeat the scenes of the mutiny under that brave, gallant, patriotic, but unfortunate *Nana Sahib* (blessed be his name)—all communities will hail their advance and cooperate with them. The Guicowar has been treated as a baby—and a correspondent of thine did call H. H.'s Scindia and Guicowar, babies. The Scindia is not permitted to buy new guns for his fort. The Nizam is not given back his province of Berar. Ah—glad men shall we be all when that day comes when we shall be able to repeat the scenes of Nana—to DISHONOUR the "foul sex," to balance the monkeys and their young ones on bayonets and to tear the women into two by their two feet. If thou, impudent rascal, shall have the audacity to stay here for ten years more, thy wife, daughters, &c. shall be honored (or as, you would or should put the matter "dishonour.") by lots of Mussulmans, Hindus, and Parsees.

"Soldier."

The *Gazette* would make it that it is written by a native. Why a native pray? Why not a European who has adopted this base means of lowering the natives of India in the opinion of their conquerors? Why not by the *Gazette* himself? The style is idiomatic, and the sentiments quite in keeping with that class of Anglo-Saxon nation who are a disgrace to the English, who the other day carried into captivity a large number of males and females? When was a Hindoo guilty of blood-thirstiness and brutality? The Nana was a Hindoo, but he had an un-

manageable and ferocious mob under him who were infuriated to madness on account of the treatment they received at the hands of the British soldiery. If Nana murdered children and women, what did the British soldiers do? The thing is that was a moment of passionate excitement. If the Hindoo had been brutal, ferocious, the English could have not conquered the country. It is precisely that the Hindoos are not brutal and blood-thirsty that so few English soldiers are able to hold them under subjection. If a portion,—a small portion of the natives—held the diabolical sentiments contained in the above letter, the English would have seen by this time external expressions of those sentiments.

THE following speech was delivered by Mr. Bhaudarkar in the Bhau Dajee meeting:—

Mr. R. G. Bhandarkar said: The gentlemen who have spoken before me have alluded to the varied accomplishments of Dr. Bhau Daji. Allow me gentlemen, to enter more into details with regard to one of them. Dr. Bhau's name as an antiquarian and scholar stands very high. His reputation as such is spread over India, Europe, and America. He made several very valuable discoveries in this branch. I will mention one or two of them. The value of the ancient Sanskrit numerals was for a long time unknown. Even Prinsep, that prince of Indian antiquarians, was not able to determine it. It did not depend on the position of the figures as it does at present. The numeral 1, when it stands alone, signifies unity, when there is another figure over it, it signifies *ten*, and another still *one hundred*. Such was not the case with the ancient Sanskrit numerals. Their value was constant, whatever the position, like that of the Roman numerals. In some copper plate grants a certain mark was found alongside which there were the words "three hundred"; and Prinsep, and all subsequent antiquarians, took it to represent that number in all cases. But after a while it was found that the coins of about eighteen or twenty princes of a certain dynasty contained that mark. Antiquarians, then, began to ask themselves, "What, did so many princes reign only for one century?" Mr. Thomas then observed that the mark had minute strokes to the right, and that their form and number varied on the different coins, and suspected that the value of the mark was in some way affected by these strokes. But he was not able to find out in what way they affected it. It was Dr. Bhau Daji, then, that determined their value. He compared the numbers existing in the several cave inscriptions at Nassick, Karla, Kenery, and Junir, and came to the conclusion that the mark without any of the right hand strokes signified *one hundred*, with one stroke it signified *two hundred*, with two, *three hundred*, and with the numerals, four and five below it, *four hundred* and *five hundred*, and so on. In this way he determined the value of a good many numerical symbols. But this was not his only discovery. There was once a dynasty of the name of "Guptas." Inscriptions of several kings of that dynasty were found containing dates. One date was 93, another 165; but what era these dates were to be referred to nobody knew. Different antiquarians took different eras, and the difference between the dates they assigned to these princes came to several hundreds. But there is an inscription of one of these princes on the celebrated Junagar rock, a copy of which was sent to Prinsep, but he did not decipher it. Dr. Bhau took it up and translated it, and may be said to have set the question at rest. In that inscription he discovered three dates with the words: "Gupta ka lasya," *i. e*, "in the era of the Guptas" occuring after them; from whence it was seen that these princes used their own era. The initial date of this is known from the writings of an Arabian author and from inscriptions to be 319 A. D. Then there was another dynasty of princes who called themselves Sahs, the names of the members of which have been determined principally from coins. There are also two inscriptions of this dynasty. One of these is on the same Junagar rock, and it was translated by Prinsep before. Dr. Bhau took it up again and re-translated it, and pointed out some errors into which Prinsep had fallen. He showed that the king named in that inscription, Rudra Dara, was not the son of Chasthana, as Prinsep thought, but his grandson. But the portion of the inscription containing the father's name was broken off, and it could not be determined. This, however, Dr. Bhau found out, and brought to light the names of four or five princes more of this dynasty by translating an inscription on a pillar at Jusdun in Kattiawar. In this search for antiquities, and in taking copies of inscriptions, Dr. Bhau was indefatigable. He went several times to Ajunta, deciphered and translated the cave-inscriptions at that place, and threw light upon a new dynasty of kings. He did several other such things, and wrote a good deal more; so that no one who wishes to write a paper on the antiquities of the last two thousand years can do so without referring to Dr. Bhau's writings. (Hear, hear.) But this was not the only thing of the kind that he did. He devoted much time aud attention to the collection of rare Sanskrit verses; himself went to places where he could find them, and when he could not go employed agents to look for them and [illegible] these objects. The amonnt of money he spent [illegible] was incredible. Had he hoarded money he would have been the owner of lakhs. (Applause.) But there was no sordidness in his nature; he was no a man to take pleasure in covering over his money bags. There was no public question in which he did not take interest; no project for the public good which he did not materially promote by his valuable assistance. He was distinguished for boldness of conception and for the energy with which he carried out his conception. Taking him all in all, I believe, he was a remarkable man. It us, and it will be long before the place, left vacant by him, will be filled up. Gentlemen, you think we have assembled here to do him honour; but no, I think we have assembled here to do honour to ourselves to show to the world that we can appreciate merit. To honour and perpetute Dr. Bhau Daji's memory is a duty than which nothing is more incumbent and nothing ought to be more agreeable. (Cheers.)

PROGRESS OF LOCAL GOVERNMENT.—The road-cess valuations have been completed in the 16 most valuable and richest districts of Bengal. The unfortunate districts are Burdwan, Hooghly, 24 Pergannas, Nuddea, Jessore, Moorshedabad, Rajshye, Dacca, Furreedpore, Monghyr, Bhaugalpore, Purnea, Cuttack, Pooree, Balasore, and Hazareebagh. Even the poor Ooryas could not escape from the impost, though their Collector and Commissioner did all it lay in their power to protect the half-fed people placed under them. One was disgraced and the representation of the other was not heeded to. A local rating was determined upon by our Rulers long before the natives dreamt of such a thing, and they have at last succeeded, they have at last got at our only wealth that we now possess. There was some resistence, and there were several insuperable difficulties which the Government had to overcome before tasting the honey of the cess; but all resistence, all difficulties faded away before the charm which Government is in possession of to bewitch our countrymen. Babu Digambar Mittra was bewitched and gave his plan of collection, and but for that plan it would have been simply impossible to collect the cess—the costs of collection would have almost exceeded the revenue. That plan was thankfully adopted by the Government and thus the *collection* of the cess was made possible. Then came the valuable assistance of our Deputy Collectors. What the Collectors, Commissioners, Members of the Revenu Board and with Sir George Campbell himself at their head, could have done without the help of those educated natives, whom as our wise and truthful contemporary of the *Indian Daily News* says the Government gave a gratuitous education? If Government spent a portion of our own money for our education, this high generosity not only benefitted the people but it benefitted Government as well. Well then, without the aid of these educated natives it would have been impossible for the Government to bring to a satisfactory conclusion the road cess valuation in 16 of the best districts of Bengal. We do not mean any disparaging remark when we say that the European officers could have not managed the matter at all with their imperfect knowledge of the country. And even if they could, they would have cost Government a great deal of money, so that Government might have hesitated at the largeness of the amount. The difficulties of the thing can be only understood by those who have taken the trouble to trace the course of sub-infeudation and minute sub-division of estates in the muffosil. The member in charge gives an instance:—

The original estate bore a sudder jumma of Rs. 14,784. It was subsequently subdivided into 16 estates, formed, not of specific portions of land, but of shares in the whole estate, the largest of which formed *2a. 2g. 2c.*, and the smallest *0a. 2g. 2c.* of the original estate. In each of these estates there are numerous shareholdars, and in all over 400 tenures, not of specific lands, for no such specification was made of the original estate when portioned off but of the fractions of its sudder jumma; and in each of these tenures are comprised subtenures, all, whether tenures or sub-tenures, being held by numerous shareholders. It may be imagined how arduous the task to unravel such an entangled yarn.

Do you think it possible for Europeans who have not made the subject of the tenure of lands in Bengal and the manners and customs of the people, their special study, to "unravel such an entangled yarn?" You know that there are several European or Eurasion Deputy Collectors on high pay, for Europeans are rapidly promoted, but none of them was selected for the cess duty. The Native Deputy Collectors served Government faithfully and the entangled yarn was unravelled and a Native Statesman gave the scheme of collection, and the collection of the cess was not only made possible but very easy and cheap. All free people tax themselves and we are a free people and we tax ourselves! The Lieutenant Governor and the Board are both gratified to find that there was no real resistance to the submission of the required returns. Well they could not help it, if they delayed, Babu Bankim Chunder Chatterjea was ready with his fine. As regards these fines imposed and remitted they shew altogether a zemindaree spirit. The Zemindar fines his ryot 50 Rupees, the ryot pays 4 annas to the *peon* and catches the feet of his Zemindar, and manages to escape by paying two rupees and if that fails a fat goat never fails to appease the meat-loving landlord. The cess deputies fancied themselves Zemindars, fined right and left; but the ryots came with clasped hands and loudly appealed to the mercy of the "Hoozoor" "the Khodawand" and the "Dharmabtar" and the huzoor was at last melted into tenderness. Fines should have not been imposed to so large an extent and if imposed they should have not been so largely remitted. The Deputy Collector of Moorshedabad imposed fines amounting to one lac and 7 thousand Rupees but levied only Rs. 1275. Monghyr imposes a fine of 79 thousand and realises 1000. The Deputy Collector of Nuddea comes next who fined Rupees 65 thousand, but levied anly 900 rupees; the Deputies of 24-Pergannas and Rajshye imposed 48 thousand, the former levied about Rs. 1400 and the latter 6400. So the largest amount imposed was by the cess Deputy of Moorshedabad, and the largest amount levied was by the cess Deputy of Rajshye, the amount levied by him being more than one-third of the amount realised in all the 16 districts. The next that come in order are 24-Perganuas and Hazaribag, but yet the fines levied by the Cess Deputy of Rajshye are thrice the aggregate amount of the fines realised by both these Deputies. The beauty is that Burdwan could get the returns punctually enough by imposing a fine of 200 and realising only 100, and Pooree without imposing or levying any fine at all, how is it, that the other Deputies found it necessary to impose such heavy fines? Out of a total Rs. 4,87,521 imposed as fines, it was necessary to realize them only to the extent of Rs. 16,127 or less than per cent. of the amount of the fine imposed. The returns were pretty accurate for they could not be otherwise. There was the new penal code, but the returns were also made evidence against the submitter, and so, if the parties erred, they erred not on the side of defficiency. Instances have, on the contrary come to the notice of Government where land-holders entered tenures which did not belong to them, for which they were prepared to pay the cess.

The valuations have been completed, the wealth of poor Bengal, so long hidden from the gaze of our rulers has been exposed to their lustful eyes, now is the time for them to enjoy the fruits of their labour of eight years, for it was during Lord Lawrence' time that the idea of a cess in Bengal was first conceived! What can we do now but try to spend the money for the benefit of the people from whom it is extorted. The order of the State Secretary was that the advantages accruing from the collection, should be made manifest to the people, and that the control of the money should be placed in the hands of natives. And so it was proposed and carried, that two-thirds of the members composing the cess committee should be selected from the people. There was the law, but still the natives were by all sorts of devices kept away from interfering. The Magistrates while selecting the members of the committee, never lost sight of the trouble which they might give hereafter. So all the non-official members of the European community available were selected as the Magistrate was sure of their votes, and the managers of minor's estates who served under the Collectors were selected too. The really independent members were either in awful dread of the head of the district, or were at a too great distance or too indolent to attend. So the Magistrates have hitherto manged to set at defiance the order of the State Secretary and the spirit of the law. It was the sincere intention of Government to give the control of the fund to the people, but the Magistrates have practically absorbed all power, and the consequence is and will be, unnecessary waste. Let the people have their own money and they will spend it carefully and economically. Let the Magistrates stand aloof and encourage the people to spend their own money. Let the people, who have been been elected as members of the committee, assert their right and do their duty to the people and to the district. Let not the fund be swallowed up by establishment charges. The cess has been imposed, there is no help for it. Let us now secure for us as much advantage as we can from the impost.

সংবাদ

—দুই জন ব্রহ্ম দেশবাসী যুবক বিলাত গমন করিয়াছেন। বারিষ্টার হইয়া এ দেশে আসা তাহাদের উদ্দেশ্য।

—লড নর্থব্রুক ঢাকায় গমন করাতে একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে। অনেক গুলি প্রধান জমিদার এই সুযোগে তাঁহাদের অর্থের সার্থকতা করিয়াছেন। ঢাকায় নর্থব্রুক হল নামক যে বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইতেছে, মুক্ত গাছার জমিদার বাবু সূর্য্য কান্ত আচার্য্য চৌধুরী তন্নিমিত্ত দশ হাজার এবং ঢাকার জমিদার বাবু মোহিনী মোহন রায় দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভাওলের জমিদার রায় কালী নারায়ন রায় চৌধুরী বাহাদুর সৎ কার্য্যোদ্দেশে বিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। অপর রায় কালী নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের পুত্র বাবু রাজেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঢাকার সদর ঘাটের উপর একটি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে এবং উহা "নর্থব্রুক ঘাট" নামে অভিহিত হইবে।

—হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, কলিকাতার এক জন প্রধান লোক বাবু শিব চন্দ্র গুহ গত শনিবারে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি এক জন সেকেলে হিন্দু ছিলেন। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে অতি উচ্চ পদবীতে আরোহণ করেন। অনেক গুলি পরিবার ইহার দানের উপর নির্ভর করিত। তাঁহার মৃত্যুতে এই হতভাগ্যদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

—দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ধার ওয়া হইয়াছে, কিন্তু রিলিফ কর্ম্মচারীরা কাহার নি- হইতে খত রেজিষ্ট্রারি করিয়া লন নাই। লেঃ গবরের হঠাৎ এই কথা মনে হওয়ায় তিনি হুকুম দিয়াছেন যে, রেজিষ্ট্রার জেনারেল শীঘ্র ইহার বন্দবস্ত রিবেন। রেজিষ্ট্রার জেনারেল এই সংবাদ পাইয়াই ফস্বলে গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কতক গুলি নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে অন্যূন মাসে ৫০ টাকা দিতে হইবে।

—আর এক জন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহন করিয়াছেন। ইহার নিবাস সিন্ধু প্রদেশ। হিন্দুরা এক জুট হইয়া ইহাকে পুনরায় পৈতৃক ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা রেন, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আজ কাল মুসলমান ধর্ম্মেরই বাহার।

—গ্যালিতে একটি স্ত্রীলোক একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। ইহার পশ্চাৎ দিকে আদ হাত লম্বা একটী লেজ আছে। যখন সে কাঁদিতে থাকে তখন লেজ আপনা আপনি নড়িতে থাকে। এই অদ্ভুত জীব তিন মাস জীবিত আছে। এক জন সাহেব উহাকে আড়াই শত টাকা দিয়া কিনিতে চাহেন, কিন্তু উহার মাতা তাহাতে সম্মত হয় নাই।

—আমরা ডেলিনিউস পাঠে অবগত হইলাম যে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার শ্বাস রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন।

—কলিকাতার টাঁকশালে পনর হাজার নূতন মোহর খোদা হইতেছে। ইহার প্রত্যেকটির মূল্য ১৫ টাকা।

—কলিকাতার উপনগরে যে সকল লোক বাস করেন তাহারা কলের জল ব্যবহার করেন অথচ তাহার নিমিত্ত ট্যাক্স দেন না। যাহাতে উপনগর বাসীগণ কলের জল বিনা ট্যাক্সে গ্রহণ না করিতে পারেন এই সম্বন্ধে প্রস্তাব হইতেছে। আপাতত আলিপুরের সৈন্যদের নিমিত্ত প্রত্যহ ১৷৭২ গ্যালন জল দেওয়া হইবে এবং ইহার নিমিত্ত প্রতি হাজার গ্যালনে দুই আনা করিয়া মূল্য লওয়া হইবে। বারাকপুরের সৈনাদের নিমিত্তও গবর্ণমেণ্ট ৫০ হাজার গ্যালন কলে- জল চান, কিন্তু জষ্টিসেরা তাঁহা দিতে অস্বীকার হইছেন।

—ন্ধ্রান মিরার বলেন, গঙ্গায় সে দিবস একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আসিষ্টাণ্ট সাজ্জন বাবু ভূবণ চন্দ্র লাহিড়ী হাটখোলা হইতে হাবড়ায় নৌকা যোগে যাইতে ছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার যুবতী স্ত্রী ও একটি কন্যা ছিল। পুলের নিকট নৌকা খানি ডুবিয়া যায় এবং ভূষণ বাবু সপরিবারে জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিছু দিন হইল এক জন ডেঃ মাজিষ্ট্রেটও এই রূপে সপরিবারে মানব লীলা সংবরণ করেন।

—সিন্ধু প্রদেশে ভয়ানক বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল ভূমির মধ্যে কেবল ২৫ মাইল স্থান জল মগ্ন হয় নাই।

—মহীশূরের প্রধান পুরোহিত ত্রিশ্চপল্লী পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে দুই শত লোক আছে। ইনি তিক্ত ফল, শাক ও জল ভিন্ন আর কিছু আহার করেন না। অনেক প্রধান প্রধান লোক ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রধান পুরোহিতের বয়ক্রম আশি বৎসর, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি বিলক্ষণ শক্ত সমর্থ আছেন।

—চিকাগোতে আর একটী ভয়ানক অগ্নি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই শত বিঘা ভূমিতে যত গৃহাদি ছিল সমুদায় ভস্মীভূত হইয়াছে। শত শত পরিবার গৃহ শূন্য হইয়াছে। আনুমানিক বার লক্ষ টাকার জিনিস পত্র নষ্ট হইয়াছে।

—ভারতবর্ষের ১৫৩ জন দেশীয় রাজার সর্ব্ব সাকুল্যে ২৪১০০০ লক্ষ পদাতিক, ৬৪০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০০ আগ্নেয় অস্ত্র ধারী আছে।

—কাস্গারে এক জন রুসিয়ান ১৮মাস কয়েদ ছিলেন। সম্প্রতি ইংরেজ দূত ফরসিথ সাহেবের সাহায্যে তিনি খালাস পাইয়াছেন। রুসিয়ারা হয় ত এই ছুতা করিয়া কোন না কোন দিন কাসগার আক্রমণ করিবে।

—ইংলণ্ড ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের ন্যায় গরম হইয়া উঠিতেছে। লণ্ডন হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে সেখানে এত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে যে ছায়াতে থার্ম্মমেটারের পারা ৮৬ ডিগ্রি উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডে যত ঘনিষ্টতা বাড়িতেছে তত ইহাদের পরস্পর সহানুভূতি ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

—এলাহাবাদে আজ কাল ভারি আমোদ। তিন জন স্ত্রী পরিত্যাগের নিমিত্ত তথাকার হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এক জন মেজর জেনারেল আছেন।

—আমরা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় ত্রয়োবিংশ রিপোর্ট পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে সমস্ত বেহার, বাঙ্গলার উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চল এবং ছোট নাগপুরের অধিকাংশ স্থলে উত্তম শস্য হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে কোথাও২ অল্প শস্য পাওয়া যাইবে, কিন্তু বৎসর২ গড়ে যে পরিমাণ শস্য হয় তাহা অপেক্ষা কম কোন স্থলেই হইবে না।

—কলিকাতার ৭১৬০ টি গৃহে জলের পাইপ আছে, তন্মধ্যে ১২৮৬টি গৃহের সহিত গত বৎসর মেন পাইপের যোগ করা হয়।

—কলিকাতার রাস্তার উপর বসিয়া প্রকাশ্য স্থানে অনেকের প্রস্রাব করিতে হয়। যাহাতে স্থানে২ প্রস্রাব করিবার ঘর থাকে ইহার প্রস্তাব হইতেছে। এটি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

—গত ৭ই আগষ্ট পারলিয়ামেণ্ট বন্ধ হইয়াছে। মহারাণী বিক্টরিয়া একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি বলেন যে জগতের সমস্ত রাজ্যের সহিত ইংলণ্ডের সৌহৃদ্য ভাব আছে এবং যাহাতে ইউরোপে শান্তি স্থাপন হয় তজ্জন্য তিনি যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন। মহারাণী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কেবল দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

—ইংরেজেরা মৃদু মন্দ গতিতে গুইকারের ঘাড়ে আসিয়া চাপিতেছেন। পাওনিয়ার বলেন, গবর্ণর জেনারেল আদেশ করিয়াছেন যে গুইকারের ম্যানেজারের স্বরূপ এক জন ইংরেজী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন।

—আসাম তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া শাসিত হ… অর্থাৎ নিম্ন আসাম, ইহার অন্তর্গত গোয়াল পাড়া, কামরূপ, গারো, খাসিয়া এবং জৈন্ত পার্ব্বতীয় জেলা সমূহ; মধ্য আসাম, ইহার অন্তর্গত দারাং ও নওগাঁ; এবং উচ্চ আসাম, ইহার অন্তর্গত শিব সাগর, লক্ষীপুর, ও নাগা পাহাড়।

—আসাম নওগাঁয় ভয়ানক জল প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। এখানকার লোকের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। আমরা এই সম্বন্ধে অনেক গুলি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বাবু কীর্ত্তিকান্ত শর্ম্মা লিখিয়াছেন যে 'গবর্ণমেণ্ট যদি ১৫।১৬ দিনের মধ্যে চাউলের বন্দবস্ত করিয়া না দেন তবে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের ন্যায় শোচনীয় ব্যাপার এখানে অভিনীত হইবে।' বাবু দ্বারিকা নাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন 'এরূপ বন্যা অনেক দিন কেহ কখন দেখে নাই। ডাকের রাস্তার উপর ৭।৮ ফুট জল হইয়াছে।' অনেকের বাড়ী ঘর দুয়ার ভাসিয়া গিয়াছে। ইহারা উচ্চ স্থানে মাচা বান্ধিয়া জীবন যাপন করিতেছে। গরু ছাগল ও ধান্যের গোলা বিস্তর নষ্ট হইয়াছে।

—ফ্রান্সে যে জারমেনেরা বাস করেন তাহাদে সেখানে টেঁকা ভার হইয়াছে। কোন ফরাসী তাহাদের সহিত আলাপ করে না।

—টাইমস্ পত্রিকা তার যোগে প্যারিস হইতে যে সংবাদ আনয়ন করেন তন্নিমিত্ত তাহার বৎসর আশী হাজার টাকা ব্যয় হয়।

—জেনার নামক এক জন ইংরেজ ওয়াটারলুর যুদ্ধে আহত হয়। তাহার হস্তে প্রায় আদ সের একটি গুলি প্রবেশ করে। চিকিৎসা হইয়া সে প্রাণে রক্ষা পায়, কিন্তু গুলিটি তাহার হস্তের মধ্যেই থাকে। সংপ্রতি ডাক্তার হার্ডিং তাহার হস্ত হইতে গুলিটি বাহির করিয়াছেন। জেনার কৃষি ব্যবসায় করিত, কিন্তু এই গুলির দরুন তাহার বিশেষ কোন অসুবিধা হইত না। জেনারের বয়ঃক্রম এক্ষণ ৮০ বৎসর।

—ডাক্তার ফ্রান্সিস বাটলার নামক এক জন সম্ভ্রান্ত আমেরিকানের কুকুরের কামড়ে মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তারের অনেক গুলি কুকুর ছিল এবং কুকুর পীড়িত হই তিনি তাহাদিগকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে তাহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল এবং তিনি এ সম্বন্ধে পুস্তকও লিখিয়াছেন যে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে মনুষ্য মরে ন, তবে যাহারা অত্যন্ত ভীত তাহাদের উৎকট পীড়া জন্মাইয়া মৃত্যু হয়। তিনি এক দিন একটি পীড়িত কুকুরকে ঔষধ দিতে যান হঠাৎ সে তাহার হস্তে দংশন করে। কিছু দিন পরে তিনি দংশনের বিষয় ভুলিয়া যান। হঠাৎ এক দিন জল খাইতে গিয়া তিনি ডরাইয়া উঠেন। ক্রমে তাহার মুখ দিয়া ফেণা বাহির হইতে লাগিল এবং তিনি খেই২ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রায় দশ জন মনুষ্যে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অনেক গুলি প্রধান২ ডাক্তার তাহাকে চিকিৎসা করিতে থাকেন, কিন্তু ক্রমে তাহার যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি হইল যে তিনি ডাক্তার দিগকে তাহার জীবন নষ্ট করিতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে আফিং খাওয়াইয়া দিয়া তাহাকে সুস্থির করা হয় এবং ক্রমে তাহার নিদ্রা আইসে। এই নিদ্রা হইতে তিনি আর জাগরিত হইলেন না। মরণ কালে তিনি কেবল এই কথাটী বলেন 'আমি এক্ষণ স্বর্গে বাস করিতেছি।'

—ইংরেজেরা চীনের সম্রাটকে অসভ্য বলিয়া ঠাট্টা করেন, কিন্তু এই সম্রাটকে দেখিয়া ইংরেজদের চিন রাজ দূত এরূপ ভয় পান যে তাহার কোন কথায় তিনি উত্তর দিতে পারেন না। সম্রাট তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কেন তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। দূত থর২ করিয়া কাঁপিতে থাকেন এবং মহারাণী বিক্টরিয়া তাহাকে যে পত্র সকল দেন তাহা পকেট হইতে বাহির করিতে যান্ কিন্তু অমনি ভূতলে পতিত হন। সম্রাট ইহা দেখিয়া হাসিয়া উঠেন এবং তাহাকে ঘৃণার সহিত বলেন 'কি ভীরু!' অবশেষে ইংরেজ দূত … স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—এলাহাবাদে একটি মকদ্দর্মা হইয়া গিয়াছে। বিবি ড্যালুটন তাহার চাকর বালযোয়ারের নামে ইহাই বলিয়া লালিশ করেন যে এক দিন রাত্রে সে তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করে এবং বল পূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। বালযোয়ার বিচারপতির নিকট বলে যে তাহার কোন দোষ নাই। মেম সাহেব তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন এবং সে তাহার কুঅভিপ্রায় চরিতার্থ না করাতে তিনি তাহার উপর চটিয়া যান এবং তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা লালিশ আনিয়াছেন। বিচারপতি এ কথা বিশ্বাস না করিয়া বালযোয়ারকে ৫ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন। এক জন সামান্য চাকর এক জন সম্ভ্রান্ত মেমের উপর আক্রমণ করিয়াছে ইহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না।

—আফ্রিকার মধ্যে আমাসওয়াজিস নামক এক প্রকার জাতি আছে। ইহাদের মধ্যে সংপ্রতি গৃহ বিবাদ হয় এবং ইহাতে ত্রিশ হাজার লোক আপনারা কটাকাটি করিয়া মরিয়াছে।

—বেলজিয়াম দেশের গ্রুফ নামক এক ব্যক্তি বহু কাল পরিশ্রম করিয়া একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সেই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পক্ষীয় ন্যায় শূন্যে উড়িতে পারিবেন। ঐ যন্ত্রটীর অবয়ব বাদুরের পক্ষের ন্যায়। উহা বেত্র দ্বারা নির্ম্মিত ও পুরু রেশমে মণ্ডিত। দুইটী পক্ষ ৩৭ ফিট লম্বা ও গড়ে ৪ ফিট প্রশস্ত। এই পক্ষ দ্বয়ে একটী লেজ সংলগ্ন আছে, উহা ১৮ ফিট লম্বা ও ৩ ফিট প্রশস্ত। একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত দণ্ডে পক্ষ দুই খান কব্জা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ঐ কাষ্ঠ দণ্ডের উপর উড্ডীয়মান ব্যক্তির বসিতে হয়। গ্রুফের এই বিশ্বাস ছিল যে কোন উচ্চ স্থান হইতে তিনি এই যন্ত্রের সাহায্যে অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িতে পারিবেন। এক বৎসর হইল তিনি এক বার এই পরীক্ষা করেন, কিন্তু যদিও তাহাতে কৃতকার্য্য হন না তথাপি তাহা দ্বারা তিনি কোন আঘাত প্রাপ্ত হন না। তৎপর তিনি এক বার কৃতকার্য্য হন। সিমন্স নামক ...তের সহিত তিনি বেলুন দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠেন। ... হইতে তাঁহার নির্ম্মিত যন্ত্র যোগে তিনি ভূতলে ...তিত হন। সম্প্রতি তিনি আর এক বার ...রিতে গিয়াছিলেন। সহস্র২ দর্শক তাঁহার ...ক্রিয়া দেখিতে সমবেত হইয়াছিল। তিনি তা...র নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সিমন্সের ...গিয়া বেলুনে আরোহণ করিলেন। বেলুন দ্রুত ...ত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিল। ভূমি হইতে ৮০ ফিট ... হইতে তিনি বেলুন হইতে অবতরণ করিতে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার যন্ত্র এবার শূন্যে ভাসমান না হইয়া একেবারে দ্রুত বেগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। সমবেত দর্শক মণ্ডলী তাঁহার সাহায্যে দৌড়িয়া যায়। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পতন দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। গ্রুফ অবিলম্বে মানবলীলা সংবরণ করেন।

—মধ্যস্থ হইতে আমরা এই বিবরণটী উদ্ধৃত করি—

—১৭২১ খৃঃ অব্দে এডিনবরা নগরে উইলিয়েম সা নামা এক জন গৃহ সজ্জা বিক্রয়ের ব্যবসায়ে কাল যাপন করিত। তাহার এক যুবতী কন্যা ছিল, তাহার নাম ক্যাথারিন্ সা। জন লাসন নামা এক যুবা জহরীর প্রতি ক্যাথারিন্ অনুরাগিনী হইল। উইলিয়েম, রবার্টসন নামা এক যুবাকে জামাতৃ-পদে মনোনীত করিয়া তাহার ...ত পূর্ব্বরাগের আলাপ সম্ভাষণ চালাইতে ক্যাথারিন্‌কে অনুরোধ করিল। ক্যাথারিন তাহাতে সম্মত নয়। এক রজনীতে পিতা ও দুহিতাতে এই সম্বন্ধের কথা লইয়া মহাবাদানুবাদ হইল। পিতা যত জিদ করে, কন্যা ততই 'না' বলে। উভয়ের চেঁচাচেঁচি ও বিতণ্ডার কিয়দংশ পার্শ্বের ঘরের লোকেরাও শুনিতে পাইল। কন্যার মুখে 'অভদ্রতা, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যু' ইত্যাদি শব্দ পুনঃ পুনঃ বাহির হইয়াছিল। জে, মরিসন নামা এক ব্যক্তি স্পষ্ট রূপে শেষোক্ত শব্দ গুলি শুনি... । কিঞ্চিৎ পরে ... বা...হিরে গেল। তাহার অনতিবিলম্বে মরিসন সাহেব ক্যাথারিনের গ্যাঙানি শব্দ শুনিল। মরিসন ভয় পাইয়া সেই বাটীস্থ অন্যান্য প্রতিবাসীকে ডাকিল। সকলে মরিসনের ঘরে অবস্থান পুর্ব্বক মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল, মরিসনের কথা সত্য—ক্যাথারিন গ্যাঙাইতেছে এবং এক বার এ কথাও স্পষ্ট বলিল 'হা নিষ্ঠুর পিতা, সন্তানের, মরণের কারণ হইলে!' এই কথা শুনিবা মাত্র তাহারা দৌড়িয়া সা সাহেবের গৃহ দ্বারে গিয়া ঘা মারিতে লাগিল; কোনো উত্তর পাইল না—আবার ঘা—পুনঃ২ করাঘাত করিয়াও উত্তর পাইল না! মরিসনের মুখে শুনিয়া অবধি উইলিয়মের প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এখন তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। এক জন কনেষ্টেবল ডাকাইয়া দ্বার ভঙ্গ পূর্ব্বক সকলে গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, ক্যাথারিন রক্তের তরঙ্গে ভাসিতেছে—শোণিতাক্ত তীক্ষ্ণধার ছুরি নিকটে পড়িয়া আছে! তখনও ক্যাথারিনের প্রাণ বায়ু বাহির হয় নাই, কিন্তু সে বাক্‌শক্তি-রহিত। তাহার তদবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল 'তোমার পিতা হইতেই কি এই ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে?' সে তদুত্তরে একবার মাত্র ঘাড় নাড়িতে পারিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ মরিল! সকলের মতে তাহার ঘাড় নাড়ার অর্থ 'হা' ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এই সময় উইলিয়েম সা প্রত্যাবৃত্ত হইল—সকলের চক্ষুই তহার উপর পড়িল। প্রতিবাসীদিগকে ও পুলিসের কনষ্টেবলকে আপন গৃহ মধ্যে দেখিয়া উইলিয়েমের বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ শুকাইল। পর ক্ষণেই তাহার তনয়ার অবস্থা দেখিয়া থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বদন এক কালে পাণ্ডু বর্ণ হইল—দাঁড়াইতে অশক্ত, পড়িয়া যায়! তাহার ভাব দর্শনে, তাহার পাপ-হস্তই যে এই অস্বাভাবিক অপত্য-হত্যা পাপে কলুষিত হইয়াছে, তাহা সকলের মনেই সুদৃঢ়রূপে অনুভূত হইল! যদিও তাহার বিস্ময় বিভীষিকা ভাবকে কেহ কেহ নির্দ্দোষিতার চিহ্ন বলিলেও বলিতে পারিত, কিন্তু উইলিয়েমের পরিধেয় বস্ত্রই তাহার শত্রু হইল—তাহার বিরুদ্ধে ভয়ানক সাক্ষ্য দিল! অর্থাৎ তাহার বস্ত্রে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। এমন জাজ্জ্বল্যমান সন্দেহের সময়ে অবস্থাগত এমন প্রমাণকে কে অভ্রান্ত মনে করে? তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক জন মাজিষ্ট্রেটের নিকট লওয়া হইল। মাজিষ্ট্রেট ঐ সমস্ত লোকের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষেপ ও দায়রার বিচারে অর্পণ করিলেন। বিচারের দিন সে কহিল, 'আমি আমার কন্যাকে খুন করি নাই; তাহাকে রুদ্ধ করিয়াছিলাম সত্য, তাহার সহিত রাগারাগি ও বচসা হইয়াছিল, ইহাও সত্য। লাসনের সঙ্গে আলাপ করিতে না পায় এই জন্যই অবরোধে রাখা হইয়াছিল; রবার্টসনকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বিস্তর জিদ ও করিয়া ছিলাম, কিন্তু আমি তাহাকে মারি নাই—তাহাকে আঘাত মাত্র করি নাই—তাহার অঙ্গে হাতও দিই নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার দেহের রক্ত মোক্ষণ করাইয়াছিলাম; তাহাতে পটি দেওয়া ছিল; সেই পটি অপসারিত হওয়াতে বস্ত্রে রক্ত লাগিয়াছিল।' উইলিয়েম এই রূপ জবানবন্দি দিল। তাহার সে কথা কে শুনে? বিচার কর্ত্তা ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন—হাই সরিফ ১৭২১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইলেন! নবেম্বরে ফাঁসি হইল, নবেম্বর হইতে ৯ মাস অতীত, ১৭২২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট আগত হইল। হঠাৎ উইলিয়েম ও ক্যাথারিন যে ঘরে বাস করিত, সেখানে ক্যাথরিন সা স্বাক্ষরিত এই পত্র খানি পাওয়া যায়। 'হা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পিতা, জগতে যে মনুষ্য বই আর কাহাকেও আমার হৃদয় ভাল বাসে নাই, তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাহাকে আমার মন নিয়ত ঘৃণা করে, এমন লোককে বিবাহ করিতে তুমি ঘোর নিষ্ঠুরতা সহকারে জিদ করিতেছ, তোমার সেই নির্দ্দয়াচরণ বশতঃ আমার এ জীবন দুর্ভারবহ বোধ হওয়াতেই ... কখনো এমন অসহ্য নির্দ্দয়তা জনিত আত্ম হত্যাকে ক্ষমার বহির্ভূত পাপ বলিবেন না—আমি অবশ্যই পরকালে তাঁহার করুণা লাভ করিব! এই হত্যা পাপ তোমার স্কন্ধেই পতিত হইবে—যখন তুমি আমার ত্যক্ত এই পত্র পাঠ করিবে, তখন নিশ্চয় বুঝিও যে, তোমার হস্তই এই ছুরি আমার বক্ষে বসাইয়াছে।" এই পত্র মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হইল। ক্যাথারিনের আত্মীয় স্বজনকে ডাকাইয়া উহা দেখানো হইল। তাহারা সকলেই বলিল "ইহা ক্যাথারিনের হস্তাক্ষর বটে!" এই কথা জনরবের স্রোতে ভাসিয়া দেশ ব্যাপ্ত হইল। বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। তখন সকলেই বলে "আমি তো বলিয়াছিলাম, উইলিয়েম তেমন লোক ছিল না—উইলিয়েম ফাঁসি মঞ্চে কখনো মিথ্যা কহিবেনা!" ইত্যাদি।

প্রেরিত পত্র।

দিনাজপুরের জমিদারগণ।

দিনাজপুর জেলার বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে এ দেশীয় ধনী ও জমিদারগণের দান শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহাদের অর্থ আছে তাহাদের অধিকাংসই যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু কোন কোন মহাত্মা প্রজাগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বয়ং ঋণ গ্রহণ করিয়াও প্রজাগণের উপকার ব্রতে ব্রতী হইতেছেন। ইহারাই প্রকৃত দয়ালু। আবার আমি স্বচক্ষে এমন অনেক লোক দেখিতেছি, যাঁহারা বিপুল ধন শালী হইয়াও দেশের হিতের জন্যে একটী কপর্দকও ব্যয় করিতেছেন না। সংপ্রতি একটী জমিদার যে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা ভবদীয় পত্রিকা দ্বারা স্বদেশ হিতৈষী মহাশয়দিগের গোচর করাই আমার উদ্দেশ্য। এ দেশীয় প্রত্যেক জমিদার ও ধনী মহাশয়েরা এরূপ সাহায্য করিলে, গবর্ণমেণ্টকে এত টাকা ব্যয় করিতে হইত না।

মুরশিদাবাদ নিবাসিনী শ্রীযুক্তা গিরিজাময়ী দেবী ও শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দিনাজপুর জেলার অন্তঃপাতী লাট ব্রজবল্লভপুর ওগয়রহের জমিদারী মধ্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাগণের সাহার্য্যার্থে এ বৎসর খাজানা আদায় বন্দ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ১০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের কৃষিজন্যে বলদ ও বীজ ধান্য ক্রয় জন্য সাহায্য করিতেছেন। বেটশন, বংশিহারী, পোরসা এবং পত্নীতলা তাঁহাদের এলাকার মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্ট যে সকল রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অন্যূন ১০০ বিঘা জমি বিনা মূল্যে গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন। কালিকামাতার বন্দরে গবর্ণমেণ্ট চাউলের গোলা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বিনা মূল্যে বৃক্ষ ইত্যাদি দান করিয়াছেন। এবং উক্ত কালিকামাতার বন্দরে একটী অন্নছত্র খুলিয়াছেন। সেখানে হিন্দু, মুসলমান উভয় জাতির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সেখানে অনেক ক্ষুধাতুর উপস্থিত হইয়া জঠোর জ্বালা নিবারণ করিতেছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে উক্ত জমিদারের ব্রজবল্লভপুর ও কাঁচ কোড়ালিয়ার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র রায় মহাশয় উদ্যোগ ও নিজে পরিশ্রম না করিলে প্রজাগণ এত সাহায্য পাইতে পারিত না।

জেলা দিনাজপুর — একান্ত বাধিত।
২০এ জুলাই ১৮৭৪। — শ্রীজ———

মাগুরার নীলকর।

মহাত্মা সেলবি সাহেবের ছাওড়ের খাল কাটা সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত বিষয় ইতি পূর্ব্বে আপনাকে অবগত করিয়াছি, সম্প্রতি ঐ মহাত্মার আর একটি বীরত্বের কথা আপনাকে জানাইতেছি।

মধুমতী নদীর সহিত সংযুক্ত কাউলি পাড়ার খাল নামে একটি খাল আছে। একালে ঐ খালের জল বগিয়ার চর, শোলা পুরের মাঠ, ...র বিল প্রভৃতি ...

সকল ভূমি পতিত থাকে না। কাউন পাড়া, খালিয়া নেবট, বেলেডাঙ্গা, পুখরে, আড়পাড়া, বোয়াল পা-, ধুলসী, ঘুল্লে, উমিদপুর, কাওড়া, রাড়িখালী, নারা-পুর, তল্লাবেড়ে, রুমুদপুর, বগিয়া, জোঁকা, ধনঞ্জয়পুর ভৃতি বহুল গ্রামের প্রজারা উহাতে ধান্যাদি বপন রিয়া থাকে। এবারে বুনন নাবি হওয়াতে ধান ডুবি-র আশঙ্কায় প্রজারা ঐ খালের মুখ বাঁধিয়া রাখে। খাল বন্ধ থাকিলে মহাত্মা সেলবি সাহেবের নীল বিধায় ও অল্প ব্যয়ে আনা হয় না। সুতরাং প্রজা দিগের সর্ব্বনাশই হউক আর যাহাই হউক সাহেবের অবশ্যই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তাঁহাকে কে বারণ করিয়া রাখিতে পারে? একে জমিদার, তাহাতে সাহেব, তাহাতে আবার ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট মহাত্মা ডিয়ার সাহেবের বন্ধু। তাঁহার বিরুদ্ধে কে কি বলিতে পারে? তিনি কাহার দুঃখে দৃষ্টিপাত না করিয়া কাহা-ও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করি-লেন। এ দিকে ঐ সকল ভূমির ধান গুলি ডুবিয়া প্রজা দিগের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। এবার অপর্য্যাপ্ত ধান জন্মিয়াছিল, ধানের আকৃতি দেখিয়াই বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ক্লে-শও সামান্য জ্ঞান করিয়া কোন দিন আহার করিয়াকোন দিন অনাহারেও থাকিয়া কেবল ধানের দিকে চাহিয়াই প্রজারা সুখে দিন পাত করিতেছিল। ১০।১৫ দিন পরেই ধান গুলি গৃহ জাত করিতে পারিলেই তাহাদিগের সকল সন্তাপ, সকল দুঃখ নিবারণ হইত। এমন সময়ে তাহাদিগের এই সর্ব্বনাশ!! সম্পাদক মহাশয় এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন অনাথ প্রজা দিগের কি সর্ব্বনাশ!! প্রজারা সপরিবারে হাহাকার করিতে লাগিল। তাহা-রা এখনও ধান দেখাইয়া মহাজনদিগের নিকট টাকা পাইতেছিল ও তদ্দ্বারা কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেছিল, এখন তাহাদিগের সে আশাও উন্মূলিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলি প্রজা তাহাদিগের সর্ব্বনাশের বিষয় নলডাঙ্গার রাজার ম্যানেজারের নিকট জানাইল কিন্তু তিনি কি করিবেন। যেমন সকলে বলে তিনিও তাহাদিগকে সেই রূপ বলিলেন! তোমরা ক্ষতি পূরণের দাবিতে সাহেবের নামে লালিশ কর। এক্ষণ তাহারা ভবিষ্যত আশাতে বর্ত্তমানে অর্থ ব্যয় করিতে অপারগ হইয়া ক্ষান্ত রহিয়াছে। তাহাদি-গের অবস্থা কে দর্শন করে? তাহাদিগের ভিক্ষা উপজী-বিকা ধারণ করিতে হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় বোধ করি আপনি নীলকরদিগের বিবিধ অত্যাচারের বিষয় অবগত আছেন। তাহার উপর যদি এই রূপ অত্যাচার সকল হয় তাহা হইলে আর গরিব প্রজাদিগের উপায় কি? প্রজারা এই সকল উপদ্রব হইতে কিছু দিন মাত্র অব্যা-হতি পাইয়া ছিল। মহাত্মা ক্লে, ব্র্যাডবরি, কেলিহর ও কেদার নাথ মল্লিক ইঁহাদিগের সময় নীলকরেরা চু শব্দও করিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু বন্ধু বরের আগ-মন অবধি পোড়া কপালে মাগুরা মহকুমার যে দশা সেই দশাই পুনরায় দেখা দিল। সে দিন আমলসারে আর এক নীলকরের কীর্ত্তি শুনিয়া আমরা অবাক হইয়া আছি। সেলবির কীর্ত্তি পুনঃ২ কীর্ত্তিত হইতেছে। সোপান সাহেব সম্বন্ধে মোকদ্দমার বিষয় আপনার গতবারে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অভ্যন্তরে এরূপ শত ২ ঘটনা আছে কিন্তু কেই বা কাহাকে তাহা জানায় এবং কেই বা এই সাহেবদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে? ইঁহাদিগের বিরুদ্ধে বলাও যাহা ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট ডিয়ারের বিরুদ্ধে বলাও তাহাই। সর্ব্বান্ত স্বীকার না করিলে আর কেহ ইহাদিগের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিতে পারে না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট এতাদৃশ রাজ কর্ম্মচারীদিগের এক স্থানে যে কর্ম্ম কালের একটি সীমা করিয়া দিয়াছেন সেটী কি উদ্দেশ্য? সে উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় তবে ৮।১০ বৎসর যে ব্যক্তি এই ম-হকুমায় এক বার কাজ করিয়াছিলেন তাঁহাকে পুন-রায় এখানে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন কেন? শ্রীযুক্ত ডিয়ার সাহেব নিতান্ত মন্দ প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি অত্যন্ত নিরীহ ভাল মানুষ। ইঁহার সক-লের প্রতিই সমান স্নেহ। যদিও বাঙ্গালিদিগের সহিত এখানকার ইংরাজদিগের তাদৃশ ঘনিষ্টতা করিতে ইচ্ছা হয় না তথাপি ডিয়ার সাহেব তাহাদিগের প্রতি স্নেহ করেন। যদিও নীলকরদিগের সম্বন্ধে ইহা-দিগকে কখন কখন কিছু ২ শাস্তি দিতে হয় তথাপি সে সকল শাস্তি প্রায়ই লঘু। তবে বন্ধুতার খাতির তিনি এড়াইতে পারেন না, সংসারে কেইবা এড়া ইতে পারে? এই জন্যে প্রজারা ডিয়ার সাহেবকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করে না। হাওড়ের খাল ভাঙ্গা সম্বন্ধে সেল্‌বি সাহেবের সহিত মোকর্দ্দমায় প্রায় ৫০।৬০ বা ততোধিক গ্রামের লোক লিপ্ত আছে। প্রজারা এই মকদ্দমা ডিয়ারের নিকট বিচার না হয় এই জন্য তাহারা সুবিচারক দীন বৎসল যশোহরের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেবের নিকট আবেদন করে যে স্বয়ং তিনিই এ মকদ্দামার বিচার করেন।

এতাদৃশ রাজ কর্ম্মচারী দিগের প্রতি প্রজাদিগের অবিশ্বাস নিতান্ত অমঙ্গ জনক।

বশম্বদ

শ্রীঃ——শর্ম্মা।

জামালপুর দাতব্য সভার সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

জামালপুর একটি সামান্য রেলওয়ে ষ্টেশন মাত্র। যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে এতদঞ্চলে আসিয়াছেন তাঁহা-দিগকে এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসী বলিলেও বলা যাইতে পারে। বঙ্গীয় সমাজ দ্বারা বিদ্যা, জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে যে সকল সদনুষ্ঠান এ স্থানে প্রচলিত হইয়াছে দাতব্য সভা তন্মধ্যে পরিগণিত। ইহা কর্ত্তৃক গত বৎসর ৪৫৫ জন নিরুপায় পুরুষ এবং ৯১ জন অনা-থিনী স্ত্রীলোক সাহায্য পাইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে ১৮৭ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, ১৫৭ জন অন্ধ, ১০৮ খঞ্জ, ৬৬ জরাজীর্ণ ও পীড়া জনিত অকর্ম্মণ্য, ২৮ টী বিদ্যার্থী অস-হায় বালক। যাঁহারা সম্বল বিহীন হইয়া কোন কার্য্য গতিকে এতদ্দেশে আসিয়া পড়েন, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত স্বদেশ প্রত্যাগমনে অক্ষম তাহাঁদের মধ্যে ২৭ জন হিন্দু এবং ২ জন খৃষ্টানকে পাথেয় দান করা হইয়াছে।

প্রথম বর্ষাপেক্ষা গত বৎসর পাথেয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা প্রার্থী সংখ্যার তুলনায় প্রচুর নহে। যাহারা স্ত্রীলোক তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরি-মাণে আনুকুল্য করা গিয়াছে। সভার মাসিক বৃত্তিউপ-ভোগীদিগের মধ্যে গত বৎসর ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১০ জন নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এবং ৭ জন গলিত কুষ্ঠ রোগী মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে প্রকৃত ঔষধ পথ্য পাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বিগত ফেব্রয়ারি মাসে ১৫০ জন শীত পীড়িতকে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইয়াছিল, ইহারা পূর্ব্বোক্ত ৫৪৬ জন নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষুক মধ্যে পরিগণিত নহে। মাসিক হিসাবে গত বৎসর আয় গড়ে ১৮৬৶১০ এবং ব্যয় ১৭৬/১৫ হইয়া গিয়াছে। সভ্য সংখ্যা ৫৮ জন মাত্র ছিলেন, ইহা প্রথম বর্ষের সহিত তুলনায় ১৯ জন কম। তন্নিবন্ধন সভার মাসিক আয় গড়ে ১৶ ন্যূন ও ব্যয় ৪৶১০ বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর সভার আয় ৩০১৶১০ এবং ব্যয় ২১৮।৶১০ হইয়া ছিল, বর্ত্তমান স্থিত ৮২৶ আছে। এস্থলে যে সমস্ত সদাশয় বিদ্যাবুদ্ধি সমুন্নত সুসভ্য লোক বাস করেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই এই মহদনুষ্ঠানে যোগ দিয়া ইহার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধ-নোদ্দেশে আয়োপযোগী কিঞ্চিৎ২ অর্থদান করা যার পর নাই কর্ত্তব্য। তাহাদের সমবেত যত্নে ও সাহায্যে আমন্ত্রণ, নাচ গান, আমোদ কৌতুক করিতে হয় তাঁ-হাদিগের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা নিতান্ত চক্ষু দুটীর মাথা না খাইলে আর কোন মতেই হইতে পারে না।

বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীতারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রমর কোল, বীর-ভূম—ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের রিপোর্ট বাহির হ-ইলে লিখিবেন।

শ্রীকমলা কান্ত রায়, গোকর্ণ, বহরমপুর—পত্র খানি এরূপ করিয়া আঁটা ছিল যে খুলিতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। উহার মর্ম্ম যত দূর আমরা বুঝিতে পা-রিলাম তাহাতে এই বোধ হইল যে গোকর্ণ গ্রামে দাতব্য চাউল ও অন্ন সুন্দর রূপে বিতরিত হইতেছে না, সবল মনুষ্যরাই দাতব্য পাইতেছে, কিন্তু প্রকৃত দয়ার পাত্র অনেকে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে না।

জনৈক গ্রাহক, রাম পাল, যশোর—এখানকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হারিস সাহেব ছুটি লইয়া বিলা-ত গমন করিতেছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পুলিশ বিভাগে ইহার ন্যায় সুচতুর, কর্ম্মঠ ও মিষ্টভাষী লোক অতি কম দেখা যায়। যদিও ইনি পুলিশ বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু একটি কনষ্টাবলের নাম ও ইনি বিস্মৃত হইতেন না। ইনি প্রকৃত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। যশোরের পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ইঁহার সদ্‌গুণে বিশেষ বাধ্য।

গ্রামবাসী ভুক্তভোগী—লিখিয়াছেন বর্দ্ধমানের বেলুন ও অম্বল গ্রাম দ্বয়ের জমিদার প্রজা দিগকে এ দুঃসময় সাহায্য না করিয়া তাহাদের নামে বাকি খাজ-নার লালিশ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

পঞ্চানন বসু, ভাণ্ডারহাটি—আমাদের ইংরেজী স্তম্ভে স্থান অল্প, বাঙ্গলায় সংক্ষেপে লিখিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ সেন গুপ্ত—অগ্রদ্বীপ অঞ্চলে বৃষ্টি অভাবে ধান্য সমুদায় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানকার বাবু হরি মোহন মল্লিক দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু এক্ষ গবর্ণমেণ্ট এ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে আ জাদের উপায় নাই।

শ্রীকামিনী কুমার দত্ত, যশোহর—নিম্নস্থ নদ শৈবাল কর্ত্তৃক রুদ্ধ হওয়াতে এখানক বায়ু অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। যশোরবাসীগ পুষ্করিণীর জল পান করেন, তাহাও অতি কদর্য্য। যদি গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া নদিটি পরিষ্কার করিয়া দেন তাহা হইলে লোকের জল কষ্টও নিবারণ হয় ও বাণিজ্য কার্য্যেরও যথেষ্ট উপকার হয়। দীর্ঘ কাল হইল এই উদ্দেশে কতক গুলি টাকা চাঁদা করিয়া তুলা হয় কিন্তু তাহা কোথায়?

বীরভূমের অন্তর্গত সউ হোড়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ-গণ—লিখিয়াছেন উক্ত গ্রামের মণ্ডল জাতীয় এক ব্যক্তি ধনী তাহাদের প্রতি নানাবিধ অন্যায়াচরণ করিতেছেন। বীর ভূমের মাজিষ্ট্রেট অতি প্রজা বৎসল ব্যক্তি, পত্র পেরকগণ তাঁহার দয়ার আকাঙ্খী হইয়াছেন।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, উত্তরপাড়া—"সাপ্তাহিক স-মাচারে আমার পত্র বুঝিতে না পারিয়া অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। আমি নিজে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম দলে আমার অনেক বন্ধু আছেন। সাধারণ ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নাই, কেশব বাবুর অনুচরেরাই আমার তিরস্কারের পাত্র। বন্ধুগণ একটু অপেক্ষা করুন, আমার আর কয়েক খানি পত্র প্রকাশ হইলে সকল বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্ম বাসীনী ভগিনীগণকে তিরস্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিবাহিতা ও কুমারীদিগের একত্র অবস্থান যে মন্দ আমি তাহাই লিখিয়াছি।"

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটু-র্য্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে